করোনা ভ্যাকসিন পেতে রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ

করোনা ভ্যাকসিন পেতে রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন।

তিনি বলেন, “দেশে ভ্যাকসিন আমদানি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চায়না কোম্পনি সাইনোভ্যাককে ইতিমধ্যেই দেশে শেষ ধাপের ট্রায়ালে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ভারতের সেরাম কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন আনার বিষয়েও আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে রাশিয়া সরকারের কাছেও ভ্যাকসিন আমদানির ব্যাপারে আমরা চিঠি দিয়েছি। এ ব্যাপারে রাশিয়ার অ্যাম্বেসেডরের সঙ্গে সরকারের ফলপ্রসূ আলোচনাও হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় যে ভ্যাকসিন আগে আসবে সরকার সেটিকে প্রাধান্য দেবে।”

সোমবার সচিবালয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেয়ানের সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক শেষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

ব্রিফিংকালে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলী নূর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে খুব দ্রুত ৮ লাখ কোভিড কিটস ও ২টি টেস্টিং ল্যাব প্রদান করবে।

বৈঠকে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় উভয় দেশের বাস্তব অভিজ্ঞারচিত্রসমূহের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়।

সূত্র- যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যাবহুল দেশ ভারত মহামারী বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পরের অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু গত ৭ আগস্ট থেকে দেশটিতে সংক্রমণ সংখ্যা মারাত্মকভাবে বাড়ছে।

আক্রান্ত ও মৃত্যু বাড়লেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে গত মার্চে ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশটিতে কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

সূত্র- যুগান্তর

ইমরান খানকে সরিয়ে রাহেল শরীফকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে চায় সৌদি আরব!

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইমরান খানকে সরিয়ে দিতে চাইছে সৌদি আরব। তার বদলে দেশটির সেনাবাহিনীর সাবেক জেনারেলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসাতে চায় সৌদি আরব। ব্রিটেন ভিত্তিক নিউ আরব নামের একটি সাইটে সম্প্রতি এ খবর প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ওই প্রতিবেদনে কারও মন্তব্য কিংবা সুস্পষ্ট সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

পাকিস্তানের ও ভারতীয় মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এমন দাবি করে নিউ আরবের ওই প্রতিবেদনে ওই খবরটি প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের মতে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে সৌদি নেতৃত্বাধীন ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স টু ফাইট টেরোরিজমের কমান্ডার জেনারেল রাহেল শরীফই সৌদির পছন্দের প্রার্থী।

পাকিস্তান ও সৌদি আরব সম্পর্ক বেশ গভীর। তবে কাশ্মীরের বিষয়ে সৌদির দৃশ্যমান কোনো প্রতিক্রিয়া না থাকায় এ সম্পর্কে তিক্ততা এসেছে বলে জানায় নিউ আরব নামের ওই সাইটটি।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ইমরান খান জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সাথে সৌদির সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। কাশ্মীর ইস্যুতে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু ওআইসির নেতৃত্বস্থানীয় দেশ সৌদির নিজস্ব বৈদেশিক নীতি আছে। পাকিস্তান যা বলবে সৌদি আরব তাই করবে এটা তাদেরও আশা করা উচিত নয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

যে কারণে তিব্বতকে ‘দুর্ভেদ্য দুর্গ’ বানাতে চায় শি জিনপিং

‘শান্তিপূর্ণ মুক্তি’! সাত দশক আগে লাল ফৌজের তিব্বত দখল অভিযানকে এই ভাষাতেই চিহ্নিত করলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সেই সঙ্গে শনিবার তার ঘোষণা, সুস্থিতি বজায় রাখা, জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তিব্বতকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হবে।

একদলীয় শাসনাধীন চীনের শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে ১৯৫০ সালের অক্টোবরের গোড়ায় তিব্বত দখলের সাফাইও দিয়েছেন শি। তার যুক্তি, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে তিব্বতের জনগণকে মুক্তি দিতেই অভিযান চালিয়েছিল চীনা ফৌজ। যদিও ইতিহাস বলছে, দলাই লামা-সহ বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে কখনওই বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়নি তিব্বতে। একদা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রটিতে যাবতীয় অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল চীনা দখলদারির পরে।

‘সামন্ততন্ত্র’ থেকে তিব্বতকে মুক্ত করার দাবি করলেও, বেইজিং যে বৌদ্ধ আমজনতার মন জয় করতে পারেনি, শি জিনপিংয়ের বক্তৃতাতেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের তিনি বলেছেন, ‘তিব্বতের প্রতিটি যুবকের হৃদয়ের গভীরে চীনের প্রতি ভালবাসার বীজ রোপণ করতে হবে।’ আর সেই লক্ষ্যপূরণের পদ্ধতিও বাতলেছেন তিনি— ‘তিব্বতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক ও আদর্শগত শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।’

চীনের সরকারি সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া এই খবর প্রচার করার পর থেকেই ‘সিঁদুরে মেঘ’ দেখছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। তাদের আশঙ্কা, অধিকৃত শিনজিয়াংয়ে চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব যেভাবে ‘রাজনৈতিক শিক্ষা’র নামে উইঘুর মুসলিম যুবকদের বন্দি করে মগজধোলাই চালাচ্ছে, এবার তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চলেও সেই নীতি বলবৎ হবে। কারণ, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জিনপিং গতকাল বলেছেন, ‘বৌদ্ধধর্মকে এবার সমাজতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।’

সাম্প্রতিক কালে একাধিক বার চীনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন তিব্বতিরা। লাল ফৌজ নির্মমভাবে তিব্বতিদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমন করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তিব্বত দখলের ৭০তম বর্ষপূর্তিতে চীনা প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য বেইজিং-ওয়াশিংটন সম্পর্কে নতুন টানাপড়েন সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গত মাসে মার্কিন বিদেশসচিব মাইক পম্পেয়ো জানিয়েছিলেন, অধিকৃত তিব্বতে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দমনপীড়নে অভিযুক্ত চীনা সরকারি আধিকারিকদের ভিসা দেওয়া হবে না। তার ওই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল চীন। সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল

সালাউদ্দিন আহমেদ। ঢাকা-৫-এর আসন্ন উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট পেতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। তার রাজনৈতিক পরিচয়, বাবা একসময় আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন। এটাই তার পুঁজি। নিজে আওয়ামী লীগ বা সহযোগী সংগঠন কোথাও নেই। তার পরও হতে চান রাজধানীর একটি আসনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের একজন আইনপ্রণেতা।

একইভাবে ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট চান জিন্নাত আলী। তার রাজনৈতিক পরিচয়, তিনি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ‘সাবেক’ সদস্য। একই আসনে নৌকার প্রার্থী হতে চান হাজী বিল্লাত

আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ। নরসিংদীর এক উপজেলা নেতা মোজাম্মেল হকও হতে চান সাহারা খাতুনের উত্তরসূরি। আজ বিকালে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে পাঁচটি শূন্য আসনে প্রার্থী তালিকা করা হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা অংশ নেবেন।

শুধু এ চারজন নন, ঢাকা-৫ ও ঢাকা-১৮ আসনে সর্বমোট ৭৬ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন, যার অধিকাংশই মৌসুমি পাখির মতো। সংসদ সদস্য হতে হলে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, দলে যে ভূমিকা থাকা দরকার তার ছিটেফোঁটাও নেই। এখন দলের সুসময় তাই দলের মনোনয়ন চান, কিন্তু দুর্দিনে তাদের দেখা মেলেনি। ওয়ান-ইলেভেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে নেই তাদের কোনো ভূমিকা। আওয়ামী লীগ করেননি, অন্য দল থেকে সদ্য যোগ দিয়েও মনোনয়নপ্রত্যাশী।

একটি উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষকতা করেও যেমন প্রার্থী হতে চান, তেমনই মুদির দোকান পর্যায়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও মনোনয়ন চেয়েছেন। দলীয় নেতা-কর্মীরা বলছেন, তৃণমূল পর্যায়েও নেতা-কর্মীদের হাতে নগদ টাকা আছে। তাই নৈতিক অবক্ষয়ের পরোয়া না করে আওয়ামী লীগের এই নেতারা ৩০ হাজার টাকা দিয়ে একটি দলীয় ফরম সংগ্রহ করে এলাকায় ‘নাম ফোটাতে’ চাইছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, একেকটি আসনে এত প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি খুবই লজ্জাজনক। এটি চরম সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলারই দৃষ্টান্ত। সবাই এমপি হতে চাওয়ার এ প্রবণতা দুঃখজনক। সবাই সবকিছু পেতে চায়। ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্যও এটা অশুভ। ঢাকার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা থাকলে এক আসনের যোগ্য সর্বোচ্চ দুই থেকে তিনজন মনোনয়ন চাইতে পারে। ‘ফ্রিস্টাইলে’ মনোনয়ন ফরম তোলা শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একটা দেশের রাজনীতি ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে থাকলে যা হয়। যারা সংসদীয় রাজনীতি করেন, নেতৃত্বে কারা আসবেন তৃণমূল থেকে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ চর্চা যখন অনুপস্থিত থাকে তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এখন সবাই জানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে না। সে কারণে দলের নিম্ন পর্যায়ের নেতারাও ভাবেন, মনোনয়ন পেলেই জিতে যাব।

এখনই এ প্রবণতা একেবারে নিঃশেষ করা প্রয়োজন। যাদের সততা, যোগ্যতা ও দলের প্রতি আনুগত্য আছে তাদের মনোনয়ন দিলে সমস্যার সমাধান হবে।’ তিনি বলেন, ‘এখন থেকেই আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও ত্যাগী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে হবে। এটা না করে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে গার্মেন্ট ব্যবসায়ী কিংবা অটোমোবাইলের ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন দেওয়া হলে দলের ভিতরে সংকট সৃষ্টি হবে।’

অতীতে ঢাকার দুই আসনের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের ফরম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তারা সবাই দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। এদের কেউ কেউ ২০০১ সালের পর চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কেউ কেউ ওয়ান-ইলেভেনের সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে মুক্ত করতে ভূমিকা রেখেছেন। এ দুই আসনের নেতা- কর্মীরা বলছেন, অনেক প্রার্থীই তাদের মনোনয়নপত্রে ভুল তথ্য সংযোজন করেছেন।

কারণ, ১০ বছর আগেও যারা বিএনপি-জামায়াত করতেন তারাও এখন এ দুই আসনে দলীয় মনোনয়ন চান। আবার এক দিনও রাজনীতির মাঠে না থেকে এখন ত্যাগী নেতা সেজেছেন। দলটির ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন- দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল? দল ক্ষমতায় আছে বলেই তারা নির্বাচনী এলাকায় ত্রাণ বিতরণ, দানবীর সাজার চেষ্টা করছেন।

সূত্রমতে, শূন্য হওয়া পাঁচটি আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে হাইব্রিড ও সুবিধাবাদীদের ছড়াছড়ি। ত্যাগীর সংখ্যা হাতে গোনা। মনোনয়ন চেয়ে দলীয় ফরম কিনেছেন এমন অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় অচেনা। মনোনয়নপ্রত্যাশীরা কবে কোথায় কীভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। শূন্য হওয়া ঢাকা-১৮ আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর ফরম কেনা দেখে খোদ দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও হতবাক। এমনকি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বিস্মিত হয়েছেন তালিকা দেখে। এসব প্রার্থীর অনেকে ছাত্রজীবনে অন্য দল করলেও আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্রে সে তথ্য তুলে ধরেননি।

জানা যায়, কেউ কেউ ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তারাও এখন উপনির্বাচনে আওয়ামী প্রার্র্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। আবার কেউ কেউ ‘ডামি’ প্রার্থী হিসেবেও দলের মনোনয়নপত্র কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মনে প্রশ্ন উঠেছে- দলের দুঃসময়ে এত প্রার্থী ছিল কোথায়? এদের

অনেককেই ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎ নেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এক আসনে এত এত লোক প্রার্থী হতে আগ্রহী, এতে অস্বস্তি বোধ করছে আওয়ামী লীগ।

প্রয়াত এমপি সাহারা খাতুনের আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ, বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সভাপতি-সম্পাদক ছাড়াও ইউনিট সদস্য, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা লীগ, যুব মহিলা লীগের সাবেক ও বর্তমান নেত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক সচিব, ব্যবসায়ী, পুলিশের সাবেক ডিআইজি, সাবেক জেলা জজ, চিকিৎসক, শিক্ষক ও কাউন্সিলর। নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী নন, এমন ব্যক্তিও দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এমন প্রার্থীও আছেন যাদের নাম কেউ জীবনে শোনেনইনি। ৫৬ মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশি। রাজনীতিকের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

সূত্রমতে, আওয়ামী লীগের মতো ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলের এ ধরনের পরিস্থিতি এবারই প্রথম। বিশেষ করে ঢাকার উত্তরার আসনে ৫৬ জনের দলীয় মনোনয়ন ফরম কেনায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মানুষেরও চোখ ছানাবড়া। অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনায় একটি আসনে ৫২ জন দলীয় মনোনয়নপত্র কিনে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীর অনেকেরই ছাত্রজীবন থেকে এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক পটভূমি নেই।

অভিযোগ উঠেছে, এসব প্রার্থীর অনেকের পারিবারিক রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই। সুসময় ও দুঃসময়ে কখনো তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করার রেকর্ড নেই। প্রশ্ন উঠেছে- কোন যুক্তিতে এরা প্রার্থী হতে চান? এদের লক্ষ্য সংসদ সদস্য হওয়া, নাকি আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ? সূত্রমতে, ঢাকার দুটি আসনে এমন অনেকেই মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন, যাদের এলাকার লোকজনই চেনেন না। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই মনোনয়ন চাইছেন। অনেক ব্যবসায়ীও এ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চান। অনেকেই মনে করছেন নৌকা প্রতীক পেলেই এমপি নিশ্চিত।

কোনোমতে এমপি পদ বাগিয়ে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার চিন্তা থেকে সবাই প্রার্থী হতে চাচ্ছেন। ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন মেহেদী, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আবদুল হাফিজ মল্লিক, যুব মহিলা লীগ সভাপতি ও সংরক্ষিত নারী আসনে সাবেক সংসদ

হাসপাতাল শাখা স্বাচিপের সভাপতি ডা. সাব্বির আহমেদ খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদ সাজ্জাদ, তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য এস এম হোসাইন, উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কুতুব উদ্দিন আহমেদ ও সহসভাপতি রহিমুল হক, মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নাসিমা ফেরদৌস,

আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির সাবেক সদস্য মোজাম্মেল হোসেন মাতুব্বর (আমিনুল), ভাটারা থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য জিন্নাত আলী, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি শেখ মামুনুল হক, যুবলীগ নেতা হৃদয় চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মো. রেজাউল করিম, হাজী জিন্নাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ, ঢাকা মহানগরী উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ ওয়ালী আল কাদির, সাবেক দক্ষিণখান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মফিজউদ্দিন আহমেদ, ফরিদপুর কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শামীম রেজা ও উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগের সদস্য (প্রস্তাবিত) এস ফয়সাল আহমেদ।

ঢাকা-৫ আসনে যারা মনোনয়ন ফরম তুলেছেন তারা হলেন- ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রয়াত এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লার বড় ছেলে মশিউর রহমান সজল, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের (একাংশ) সভাপতি হারুন উর রশিদ সিআইপি, রমনা থানা আওয়াী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক এম এ কাশেম, যাত্রাবাড়ী থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ মুন্না, সভাপতি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু, ৭০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক চৌধুরী সাইফুন্নবী,

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাবেক এপিএস ড. আওলাদ হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লীগ সভাপতি নুর ইসলাম মোল্লা, দলের আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য নেহরিন মোস্তফা দিশি, ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, ডেমরা নাট্যকলা একাডেমির উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবদুর রাকিব ভুইয়া, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, ডেমরা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সদস্য বশির আহমেদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, ঢাকা দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন, আওয়ামী লীগ

নেতা শওকত আলীর ছেলে সালাউদ্দিন আহমেদ, যুবলীগ মহিলা লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নাদিরা পারভীন।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একটি আসনের উপনির্বাচনে ৫৬ জনের মনোনয়নপত্র ওঠানোটা “অসুস্থ” প্রতিযোগিতা। দলীয় মনোনয়ন পেতে এত লোকের ভিড় করার দরকর নেই। যারা দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত, ত্যাগী ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য তাদেরই মনোনয়নপত্র তোলা উচিত। গয়রহ তোলা দুঃখজনক। এটা মিছে সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলা ছাড়া কিছুই নয়।’

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নির্দেশ রেলমন্ত্রীর

রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, দেশের একমাত্র চতুর্দেশিয় স্থলবন্দর বাংলাবান্ধা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী মহা-পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কারণ এই পোর্টটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য স্থলবন্দরের চেয়ে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বন্দরের সাথে প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের যোগাযোগ হচ্ছে। তিনি বলেন বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। তিনদিকে সীমান্ত থাকায় বন্দরের যায়গা কম। তাই অবকাঠামোসহ অন্যান্য ব্যাপারে টেকসই চিন্তা করতে হবে।

এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মহা-পরিকল্পনা করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী মহলসহ জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সকল উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে সরকার এখন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে কাজ করছে। সরকার দেশের এবং মানুষের অগ্রগতি ধরে রাখতে চায়।
শনিবার দুপুরে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে এক মত-বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আরও বলেন পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা

পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের শিলিগুড়ি দিয়ে অন্যান্য দেশে রেল যোগাযোগ স্থাপনের চিন্তাভাবনা চলছে।

পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের প্রকল্প অচিরেই চূড়ান্ত হবে। আশাকরি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ হলে এই স্থলবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের রাজস্ব আয়ও বেড়ে যাবে। তাই আমরা যত দ্রুত সম্ভব বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে অন্যান্য দেশের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই।

জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত-বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সম্রাট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান ডাবলু, বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার হাবিবুর রহমান, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সভাপতি মেহেদী হাসান খান বাবলা, সিএন্ডএফ এসোসিয়েশনের সভাপতি রেজাউল করিম রেজা প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কমলাকে ট্রাম্পের খোঁচা, নারী প্রেসিডেন্ট হলে ইভাঙ্কাই সেরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নিজের মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। যুক্তরাষ্ট্রে কোনো নারী প্রেসিডেন্ট হলে তার মেয়ে ইভাঙ্কাই হবেন সেরা বলে দাবি করেছেন তিনি। শুক্রবার নিউ হাম্পশায়ারে রিপাবলিকান পার্টির শোভাযাত্রায় গিয়ে হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রত্যাশী ট্রাম্প ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে ইভাঙ্কার তুলনা করে একথা বলেন ট্রাম্প।

তিনি এসময় কমলা হ্যারিসকে (৫৫) নজিরবিহীন আক্রমণ করেন। জানা গেছে, কমলা এবার প্রেসিডেন্ট পদেই নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। তবে প্রার্থিতা জয়ের দলীয় লড়াইয়ে শুরুতেই বাদ পড়ে যান তিনি। পরে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন তাকে রানিংমেট ঘোষণা করেন।

সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে ডেমোক্রেটিক পার্টির উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, তারা এমন একজনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বানিয়েছে, যার কোনো যোগ্যতাই নেই ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার। কারণ, সে আগেই ফেল করেছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারির আগেই তিনি ছিটকে পড়েছেন, পপুলার সমর্থনের অভাবে। তিনি আপনাদের প্রেসিডেন্ট হতেন, আমি সেটি মনে করি না।

ট্রাম্প বলেন, কেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট নয়, যুক্তরাষ্ট্রে কোনো নারী প্রেসিডেন্ট আসুক, সেটি আমিও চাই। তবে কমলা হ্যারিসের প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো কোনো সক্ষমতাই নেই। সে তুলনায় আমার মেয়ে ইভাঙ্কা অনেক ভালো প্রার্থী। এসময় সমর্থকদের মধ্য থেকে কেউ ইভাঙ্কা বলে চিৎকার করলে ট্রাম্প সেদিকে তাকিয়ে বলেন, তারা সবাই বলছে, আমরা ইভাঙ্কাকে চাই। সূত্র : সিএনএন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

এবার ইসরায়েলের জন্য বয়কট আইন বাতিল করল আমিরাত

এবার সংযুক্ত আরব আমিরাত অর্থনৈতিকভাবে ইসরায়েলকে বয়কটের একটি আইন বাতিল করেছে। ১৯৭২ সালের ওই আইন বাতিল করে আজ শনিবার একটি ডিক্রি জারি করেছে দেশটি।

জানা গেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসক শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এই ডিক্রি ইস্যু করেছেন। এর আগে, গত ১৩ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে, ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সম্পর্ক স্বাভাবিকের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। ঐতিহাসিক ওই চুক্তির পর সম্পর্ক স্বাভাবিকের ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে উভয়

দেশ। এরই অংশ হিসেবে আইন বাতিল করলো আমিরাত।

বলা হচ্ছে, আইনটি বাতিলের ফলে আমিরাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির পথ উন্মুক্ত হলো। সূত্র : আল আরাবিয়া।উল্লেখ্য, ইসরায়েলের সাথে আমিরাতের সম্পর্ক স্বাভাবিকের ঘোষণার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেছে বিষয়টি।তবে প্রভাবশালী রাষ্ট্র সৌদি আরব এখনো ইসরায়েল ইস্যুতে কোনও নমনীয়তা দেখায়নি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন